দামুড়হুদায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার দুই এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর রোববার তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামের তোয়াক্কেল আলীর ছেলে হাফিজুল ইসলাম (২৬) এবং মিরাজুল ইসলামের ছেলে মমিনুল হক আকাশ (২৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়ের হওয়া সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নং-১৮২-এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। মামলার প্রেক্ষিতে গত শনিবার রাতভর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। অভিযানের একপর্যায়ে গভীর রাতে তারিনিপুর গ্রামে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ওই দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত ৩ জুন দিবাগত রাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি মশাল মিছিলকে কেন্দ্র করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৪০-৫০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার তদন্ত ও অভিযানের ধারাবাহিকতায় এ দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আসামিকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

পুলিশের চলমান অভিযানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকের ওপর নৃসংশ হামলা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সাংবাদিক সবুজ শাহরিয়ারের (৩২) ওপর হামলায় ঘটনায় দুদিন পর থানায় মামলা নিয়েছে। গত শুক্রবার সবুজ শাহরিয়ারের বড়ভাই সেলিম রেজার লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা রেকর্ড করেছেন পুলিশ।

মামলার আসামিরা হলেন, উপজেলার বেলতলা গ্রামের মতিয়ার মন্ডলের ছেলে রকি মন্ডল(২২), মমিন মন্ডলের ছেলে সুজন মন্ডল (৩২), মোঃ রুকমান মন্ডলের ছেলে রিফাত মন্ডল (২১), মোঃ চাঁদ আলীর ছেলে সোহেল মন্ডল (২৫) এবং মৃত বানুর ছেলে মোঃ পিজির মন্ডল। এছাড়া অজ্ঞাত আরও ৩/৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অসিত কুমার রায় বলেন, ভুক্তভোগীর ভাইয়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। তবে এখনো কোন আসামিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বলে তিনি জানান।

মামলার বাদি সেলিম রেজা জানান, আমার ভাই বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তার মাথায় গুরুতর জখম হয়েছে। পা ভেঙে গেছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম হয়েছে। এতবড় ঘটনার পরেও আসামিরা বেপরোয়াভাবে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের পুরো পরিবার নিরাপত্তা শঙ্কায় আছে।

উল্লেখ যে, গত ৩ জুন রাত ৯টার দিকে গ্রামের একটি দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হন দৈনিক কালবেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রতিনিধি সবুজ শাহরিয়ার। হামলাকারীরা হাতুড়ি, লোহার রড ও বাশের লাঠি দিয়ে তাকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা ও পরিবারের লোক তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

পরে ওইদিন রাতেই তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে ভর্তি থাকা অবস্থায় সবুজ শাহরিয়ার জানান, জোড়াদাহ ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবুর সমর্থক সুজন, রকি ও সোহেল সহ ১০/১২ জন তার ওপর হামলা করেছে।

এদিকে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবু বলেন, সবুজ আমার গ্রামের বাসিন্দা। হামলাকারীরা আমার সমর্থক হলেও হামলার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। আমার সমর্থন করলেও কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ করে তবে আমি তো তার দ্বায়ভার নিতে পারিনা।

এই ঘটনায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও সাংবাদিকরা তীব্র নিন্দা ক্ষোভ জানিয়ে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

৭ আসামি আদালতে প্রেরণ, ৬টি ট্রাক্টর জব্দ

দামুড়হুদা উপজেলায় অবৈধভাবে কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি কাটা ও পরিবহনের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও পুলিশের চলমান অভিযানে বড় ধরনের সাফল্য এসেছে। পৃথক অভিযান চালিয়ে মাটিভর্তি ৬টি ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় জড়িত ৭ জনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, দামুড়হুদার বিভিন্ন প্রধান সড়ক ও এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ অবৈধভাবে মাটি পরিবহনের সময় ট্রাক্টরগুলো আটক করে। পরে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আটককৃতদের আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন উপজেলার উজিরপুর গ্রামের নুরু আলীর ছেলে জাহিদুল, মৃত মান্নু হকের ছেলে আল মামুন, মনসুর আলী শেখের ছেলে ফকির মাহমুদ, উপজেলার নতুন হাউলী গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে জাকিউল ইসলাম, জয়রামপুর বরুইপাড়া গ্রামের ইয়াদ আলীর ছেলে ইকরামুল, উজিরপুর গ্রামের মৃত মনোহর জোয়ার্দারের ছেলে বিপ্লব হোসেন এবং গোপীনাথপুর গ্রামের আসান আলীর ছেলে সোহান।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কৃষিজমির উর্বর মাটি কেটে বিক্রি ও পরিবহনের মাধ্যমে পরিবেশ এবং কৃষি উৎপাদনের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তাই অবৈধ মাটি কাটা, পরিবহন ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন। নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং কেউ আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে মামলা, যানবাহন জব্দ ও আদালতের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাম্প্রতিক এ অভিযানে ৭ জনকে আদালতে পাঠানো এবং ৬টি ট্রাক্টর জব্দের ঘটনায় অবৈধ মাটি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের এমন কঠোর অবস্থানে এলাকায় অবৈধ মাটি কাটা ও পরিবহন কার্যক্রমে জড়িতদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। গতকালই আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ধারালো চাপাতিসহ পাঁচ মামলার আসামি শিমুল হোসেন (৪৩) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় শুকুর আলীর রাইচ মিলের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শিমুল হোসেন দর্শনা থানার পরানপুর মাঝেরপাড়া এলাকার জলিল কেমিস্টের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে, শিমুল হোসেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটনের উদ্দেশ্যে কাঁঠালতলা এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে দামুড়হুদা মডেল থানার একটি দল ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে শিমুল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কোমরে থাকা আনুমানিক ২০ থেকে ২২ ইঞ্চি লম্বা একটি ধারালো বড় ছোড়া (চাপাতি) উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

পুলিশ আরও জানায়, আটক শিমুল হোসেনের বিরুদ্ধে দর্শনা ও দামুড়হুদা থানায় মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ধারালো চাপাতিসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

দর্শনায় নাশকতাসহ ১০ মামলার আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নাশকতাসহ একাধিক মামলার আসামি রাশেদুজ্জামান রাশেদকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রাশেদ দর্শনা পৌরসভার বড় মসজিদপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী সানিরুলের ছেলে। মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) ভোরে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, রাশেদ দর্শনা এলাকায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। এলাকাবাসী তার ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকেন। তার বিরুদ্ধে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে মাদক, নাশকতাসহ প্রায় ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা মামলার আরো এক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে কথিত পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলার আরো এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কুষ্টিয়া সিপিসি-১, র্যাব-১২ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজীব মিস্ত্রি। তিনি মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি। ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা গাজী মিস্ত্রির ছেলে রাজীব।

বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ও র্যাব-৫ সদর কোম্পানির যৌথ অভিযান চালিয়ে রাজীব মিস্ত্রিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাধীন থানা রোড নাসিম হেয়ার ড্রেসারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

এর আগে এই হত্যা মামলায় রবিবার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব হোসেন (২৬), আলিফ ইসলাম (২৩) ও সোমবার রাতে ইসলামপুর গ্রামের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আলমগীর হোসেনকে (১৬) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল দুপুর আড়াইটার দিকে ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে শামীম জাহাঙ্গীর নামে এক পীরের আস্তানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে বিক্ষুব্ধ লোকজন। এ সময় পীর শামীম জাহাঙ্গীর ও তার অনুসারীদের মারধর করেন তারা। পরে শামীম জাহাঙ্গীরকে আহত অবস্থায় দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পরদিন দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কড়া পুলিশ পাহারায় ফিলিপনগর এলাকার পশ্চিম-দক্ষিণ কবরস্থানে শামীম জাহাঙ্গীরের দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ১৩ এপ্রিল রাতে দৌলতপুর থানায় নিহত শামীম জাহাঙ্গীরের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ ও ১৮০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন।

মেহেরপুরে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামি রিগান হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আসামীর ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রিগান হোসেন সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া উত্তরপাড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১০ মার্চ শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশু পার্শ্ববর্তী তেরোঘরিয়া গ্রামে তার নানাবাড়িতে বেড়াতে যায়। ১৫ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটি নানাবাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় রিগান হোসেন তাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দোকানঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ঘটনার পর শিশুটি অচেতন হয়ে পড়লে আসামি পালিয়ে যায়। পরে রিগানের মা ছকিনা খাতুন রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে

নানাবাড়িতে রেখে যান। জ্ঞান ফিরে পেলে শিশুটি ঘটনাটি জানায়। পরে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মামলায় ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। বিচার চলাকালে আসামি দোষ স্বীকার করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ দণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে নারী শিশু নির্যাতন দম ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পি পি) মোস্তাফিজুর রহমান এবং আসামী পক্ষে পল্লব ভট্টাচার্য ও ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

‘আমার স্বামীর মাথা কেটে ফুটবল খেলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে’

‘আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর মাথা কাটে ফুটবল খেলেছিলো। সেই মামলার আসামিরা এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ জামিন নিয়ে বাইরে আইছে। যাদের ফাঁসির আদেশ হইছিলো তারা নাকি ক্ষমা পেয়েছে। আমার সন্তানদের এতিম করা আসামিরা এখন বুক ফুলায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতি হচ্ছে আমাগের। এ আবার কেমন বিচার। আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি। সেই সব বিচার করবে।’ এমন ক্ষোভের কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের নিহত আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সম্পতি নেছা|

সম্পতি নেছা জানান, জমি ও পূর্ব শত্রুতার জেরে কুলবাড়িয়াা গ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সার্জনের সাথে বিরোধ হয় তার স্বামী আলফাজের।

সেই শত্রুতার জেরে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল রাতে পূর্ব বাংলা

কমিউনিষ্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা হানিফের নেতৃত্বে সার্জন, আব্দুল মালেক, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন শহিদুল, শের আলী, জুর আলী, বেল্টু ওরফে তোয়াসহ কয়েকজন আলফাজকে কুপিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয় তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফুটবল খেলে। সেই ঘটনায় আলফাজের বাবা আনজেল আলী বাদি হয়ে হানেফসহ অজ্ঞাত ১৫ থেকে ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সেই মামলায় ৭ জনকে অভিযুক্ত করে ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার্জশিট দাখিল করে| দীর্ঘ শুনানী শেষে ২০০১ সালের ২০ নভেম্বর আসামি সার্জন, হানিফ, শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী আব্দুল মালেক ও বেল্টু ওরফে তোয়াকে ফাঁসির আদেশ দেয়।

আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করে। পরে নিহতের পরিবারে আবার শুরু হয় আদালতের বারান্দায় ছুটাছুটি। ২০০৪ সালে উচ্চ আদালত থেকে মামলায় আসামী সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখে আর আসামী শহিদুল ইসলাম ওরফে জেন, শের আলী, জুর আলী ও আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে।

তবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত সার্জন, হানেফ ও বেল্টুকে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সুপারিশে সাধারণ ক্ষমা করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। এর মধ্যে হানেফ ২০২৫ সালে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুই সহযোগীসহ নিহত হন।

নিহতের স্ত্রী সম্পতি নেছা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার স্বামীর হত্যায় সার্জনের মৃত্যুদন্ড দিলেও সে এখন জামিনে বের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি সেটাই বুঝছি না। আর আসামি মালেক কিছুদিন জেল খেটে এলাকায় ফিরেছে। এখন নাকি আবার এলাকায় সংগঠিত হচ্ছে। আমার স্বামীকে মেরে এখন আবার আমার সন্তানকে হত্যা করতেও পারে তারা। আমরা তো সঠিক বিচার পেলাম না।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের পিপি এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করব।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক চুরির

মামলাসহ ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযানে ২ জন মাদক মামলার, ২ জন চুরি মামলার এবং পরোয়ানা ভুক্ত ১০জনসহ সর্বমোট ১৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, সিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা পৌর সভার মিয়া পাড়ার রাহেন আলির ছেলে রনি ইসলাম (২৮), জিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জ পাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মোঃ রেজাউল হক(৪৯), জিআর মামলার আসামি কালিদাসপুর গ্রামের সাদেক মালিকের ছেলে সাইফুল ইসলাম, স্টেশন পাড়ার মাহাবুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান, জিআর মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে জামিরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার আহাদ আলির ছেলে বিপুল হোসেন (২৭), এসসি মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উমবাদ আলির ছেলে খাইরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার শরিফুল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ বিথী খাতুন(২১), সিআর মামলার আসামি আহাদ আলির স্ত্রী মোছাঃ বলিকচি (৪৫), সিআর মামলার আসামি বিপুল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ স্মৃতি খাতুন, জিআর মামলার আসামী কুষ্টিয়া মিরপুর স্বরূপকাঠির আব্দুর রশিদের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন আলাল(৫৩) এবং তার ছেলে মোঃ শাকিব(২৩) জিআর মামলার আসামী বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে মোঃ তারেক সরদার(৩৬), জিআর মামলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণীর ২৯(ক) এর এজাহারনামীয় আসামী কান্তপুর গ্রামের রাতুল হাসান সোহাগ(২২)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল রাত ১০ টার সময় আলমডাঙ্গা কিছুক্ষণ ক্যাফের সামনে সড়কের পাশ থেকে বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে তারেক সরদার’কে ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা কান্তপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে সজীব আহমেদ’কে গতকাল রাত ২টার সময় ১০০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।